ফ্যামিলি কার্ড পাইলটিং বাস্তবায়ন গাইডলাইন, ২০২৬

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমাজসেবা অধিদপ্তর

সারসংক্ষেপ

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করন, পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান বিএনপি সরকার। এই কার্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত পরিবারগুলোকে নিয়মিত নগদ সহায়তা দেয়া হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতাকে আধুনিক ডিজিটাল কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তর 'ফ্যামিলি কার্ড' পাইলটিং বাস্তবায়ন গাইডলাইন ২০২৬ প্রণয়ন করেছে। এই কর্মসূচির মূল দর্শন হচ্ছে "ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক"। বর্তমানে দেশে প্রচলিত ৯৫টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়হীনতা, একই ব্যক্তির একাধিক সুবিধা গ্রহণ (Double-dipping) এবং উল্লেখযোগ্য শতাংশ প্রকৃত দরিদ্রদের বাদ পড়ার মতো ত্রুটিগুলো দূর করে একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এই কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হলো ২০৩০ সালের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি 'সর্বজনীন সোশ্যাল আইডি কার্ড'-এ রূপান্তর করা।

সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে 'প্রক্সি মিনস টেস্ট' (PMT) স্কোরিং ব্যবহার করা হবে। পাইলটিং পর্যায়ে ০-১০০০ স্কোরের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় কোয়ান্টাইলের অন্তর্ভুক্ত অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে দারিদ্র্যের এ ধাপ পুন:নির্ধারণ করা যাবে। গ্রামীণ এলাকায় বসতভিটাসহ আবাদি জমির পরিমাণ ০.৫০ একর বা তার কম এবং পরিবারের মাসিক আয় ও সম্পদের ভিত্তিতে এই যোগ্যতা নির্ধারিত হবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে এই কার্ডটি সরাসরি পরিবারের 'মা' বা 'নারী প্রধান' সদস্যের নামে ইস্যু করা হবে।

পাইলট কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারকে মাসিক ২,৫০০ টাকা সরাসরি নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি কোষাগার থেকে এই অর্থ 'জিটুপি' (G2P) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগী নারীর মোবাইল ওয়ালেট বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। এর পাশাপাশি বিদ্যমান টিসিবি কার্ডকে ফ্যামিলি কার্ডের 'ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি' (DSR)-এ স্থানান্তর করা হবে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ভবিষ্যতে একই স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে API স্থাপন কিংবা ওটিপি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা এবং শিক্ষা উপবৃত্তি ও কৃষি ভর্তুকির মতো সুবিধাগুলোও পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো আনুসংগিক খরচ বহন করবে, তবে ডাটা সংরক্ষণের মূল দায়িত্ব পালন করবে সমাজসেবা অধিদপ্তর। ২০২৮ সালের মধ্যে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটকে জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নীত করার একটি লক্ষ্যমাত্রা এই গাইডলাইনে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নীতি নির্ধারণ করবে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে কারিগরি ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট কমিটি সার্বিক তত্ত্বাবধান-করবে। উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে পৃথক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাইলট পর্যায়ে দেশের ১৪টি ভিন্ন বৈচিত্রের এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকার বনানী কড়াইল বস্তি, মিরপুরের অলিমিয়ারটেক বস্তি ও বাগানবাড়ী বস্তি (শহরে বস্তি), চট্টগ্রামের পতেঙ্গা (শিল্প এলাকা), বান্দরবানের লামা (পার্বত্য এলাকা), সুনামগঞ্জের দিরাই (হাওর এলাকা) এবং ঠাকুরগাঁও সদর (সীমান্তবর্তী এলাকা) মতো বৈচিত্র্যময় অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ঘনত্ব, ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ এবং অনগ্রসরতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবায়ন রোডম্যাপ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রস্তুতির মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ০২ মার্চ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেক পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত ডাটা অনলাইনে এন্ট্রি ও পিএমটি স্কোরিং শেষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মীরা সরেজমিনে 'লাইভ ভেরিফিকেশন' করবেন। ৭ ও ৮ মার্চ চূড়ান্ত অনুমোদন শেষে কিউআর কোড যুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড মুদ্রণ করা হবে। সকল প্রস্তুতি শেষে ১০ মার্চ ২০২৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন এবং উদ্বোধনের সাথে সাথেই সুবিধাভোগীদের মোবাইল ওয়ালেটে/ব্যাংক হিসাবে প্রথম মাসের নগদ সহায়তা পৌঁছে যাবে। পাইলটিং কর্মসূচিতে প্রথম পর্যায়ে ১৪টি ইউনিটে ১০,০০০ পরিবারকে এ কার্ড প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে প্রতি ধাপে ১০,০০০ করে বৃদ্ধি করে জুন ২০২৬ এর মধ্যে বিভিন্ন ইউনিটে ৪০০০০ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতাভুক্ত করা হবে। তবে জরিপকৃত সকল পরিবারকেই ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হবে। এই পাইলটিং কর্মসূচির জন্য ০৪ মাসে (মার্চ-জুন, ২০২৬) মোট ৩৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে, যার ৬৬ শতাংশ অর্থ সরাসরি দরিদ্র পরিবারগুলোর হাতে পৌঁছাবে। এটি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির একটি ঐতিহাসিক সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যা প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করবে।

১. পটভূমি ও ভূমিকা (Background and Introduction)

১.১ সাংবিধানিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম এই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাকে আধুনিক ডিজিটাল কাঠামোর মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রধান হাতিয়ার।

১.২ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে বাংলাদেশে ৯৫টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ২৩টি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। এর ফলে সমন্বয়হীনতা, দ্বৈততা (Double-dipping) এবং প্রায় উল্লেখযোগ্য শতাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্রদের বাদ পড়ার (Targeting Error) মতো সমস্যা বিদ্যমান। বিদ্যমান টিসিবি বা অন্যান্য কার্ড ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হওয়ায় সরকারি সম্পদের অপচয় হচ্ছে।

১.৩ নীতিনির্ধারণী দর্শন (Policy Philosophy)

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ও পলিসি পেপারের মূল দর্শন হলো— **"ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক"**।

এই দর্শনের আওতায়:

- **নারীর ক্ষমতায়ন:** কার্ডটি সরাসরি পরিবারের 'মা' বা 'নারী প্রধান' এর নামে ইস্যু করে সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হবে।
- **উন্নয়ন সিঁড়ি (Graduation Ladder):** এটি কেবল একটি অনুদান নয়, বরং দরিদ্র পরিবারকে দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার একটি মাধ্যম।

২. সংজ্ঞা (Definitions)

- **পরিবার (Family):** একই রান্নাঘরে খাবার খায় এবং একত্রে বসবাস করে এমন ব্যক্তিদের সমষ্টি, গড়ে সাধারণতঃ ৫ জন সদস্য সম্বলিত।
- **নারী প্রধান (Female Head):** পরিবারের মা বা জ্যেষ্ঠ নারী সদস্য যার নামে কার্ড ইস্যু হবে।
- **পিএমটি (PMT):** প্রক্সি মিনস টেস্ট, যা সম্পদ মালিকানার ভিত্তিতে দারিদ্র্য নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
- **কোয়ান্টাইল (Quantile):** পিএমটি স্কোরের ভিত্তিতে জনসংখ্যার ৫টি সমান অর্থনৈতিক স্তর।
- **জিটুপি (Government to Person-G2P):** সরকারি কোষাগার থেকে সরাসরি সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণের মাধ্যম।

৩. ভিশন, মিশন ও লক্ষ্যমাত্রা

৩.১ ভিশন ২০৩০

২০৩০ সালের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডকে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি **"সর্বজনীন সোশ্যাল আইডি কার্ড"** হিসেবে রূপান্তর করা।

৩.২ মিশন

একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রকৃত অভাবী পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্বাবলম্বীকরণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৩.৩ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

১. পাইলটিং ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে দেশের ১০,০০০ (মার্চ-২০২৬); ২য় পর্যায়ে ১০,০০০ (এপ্রিল-২০২৬), ৩য় পর্যায়ে ১০,০০০ (মে ২০২৬), চতুর্থ পর্যায়ে ১০০০০ (জুন ২০২৬) **মোট ৪০,০০০** দরিদ্র পরিবার নগদ অর্থ সহায়তা পাবে। পরবর্তীতে এই ভাতাভোগীগণের ভাতা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

২. পাইলটিং এ জরিপভুক্ত বা তথ্য পূরণকারী সকল পরিবারকেই (Universal) ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হবে; তবে নগদ সহায়তা পাবেন পিএমটি স্কোর অনুযায়ী।

৩. এক্ষেত্রে পাইলটিং লক্ষ্যমাত্রা ৩ লক্ষ ২০ হাজার পরিবার। পাইলটিং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দেশের **২ কোটি দরিদ্র পরিবারকে** কার্ড প্রদান করা হবে।

৪. সকল নগদ অর্থ সহায়তা ও টিসিবি সহায়তাকে একক কার্ডের অধীনে নিয়ে আসা।

৫. ২০২৮ সালের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট জিডিপি-র ৩ শতাংশে উন্নীত করা।

৪. প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড ও যোগ্যতা

৪.১ পিএমটি স্কোরিং ও কোয়ান্টাইল

পরিবার নির্বাচনে কোনো প্রকার বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ০-১০০০ স্কোরের মধ্যে কোয়ান্টাইল নির্ধারণ করবে:

- **১ম কোয়ান্টাইল (০-৭৭৭):** অতি দরিদ্র (আবশ্যিক অন্তর্ভুক্ত)।
- **২য় কোয়ান্টাইল (৭৭৮-৭৯৬):** দরিদ্র (পাইলট পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত)।
- **৩য় কোয়ান্টাইল (৭৯৭-৮১৪):** ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত (পাইলট পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত)।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ তিন কোয়ান্টাইল তথা অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত পরিবার ফ্যামিলি কার্ড ভাতা পাবেন।

৪.২ সম্পদের মানদণ্ড

গ্রামীণ এলাকায় বসতভিটাসহ আবাদি জমির পরিমাণ **০.৫০ একর বা তার কম** হতে হবে।

৪.৩ ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তির শর্তাবলী

(ক) ফ্যামিলি কার্ডের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিসিবি কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড অথবা খাদ্য মন্ত্রণালয় আওতাভুক্ত খাদ্য বন্ধব কর্মসূচি অথবা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ভালনারেবল উইম্যান বেনিফিট (VWB) এর সুবিধাভোগী হন, সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান সুবিধা সারেন্ডার করতে হবে।

(খ) খানা প্রধান নারী ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অন্যান্য ভাতা গ্রহণ অব্যহত থাকবে, তবে নারী খানা প্রধান ফ্যামিলি কার্ড ব্যাতীত অন্য কোন ভাতা গ্রহণ করতে পারবে না।

৫. শুধমাত্র পাইলটিংএ নগদ সহায়তা প্রাপ্যতা বর্হিভূত

১. পিএমটি স্কোর **৮১৪-এর উপরে** থাকলে।
২. পরিবারের কেউ সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান হতে বেতন/ভাতা/অনুদান/পেনশন পেয়ে থাকলে।
৩. এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারী হলে।
৪. পরিবারের নামে বাণিজ্যিক লাইসেন্স বা বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকলে।
৫. বিলাসবহুল সম্পদ (যেমন- গাড়ি, এসি) থাকলে।
৬. ৫ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র থাকলে।

৬. সুবিধা পরিশোধ পদ্ধতি ও সমন্বয়

৬.১ জিটুপি (G2P) ও নগদ ভাতা

- পাইলট পর্যায়ে প্রতিটি নির্বাচিত পরিবার মাসিক ন্যূনতম **২,৫০০ টাকা** নগদ সহায়তা পাবে।
- উপকারভোগীগণ নগদ সহায়তার অর্থ তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন তফসিলী ব্যাংক অথবা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। তবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয় পত্রের বিপরীতে মোবাইল সিমের নিবন্ধন থাকতে হবে।
- অর্থ সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সুবিধাভোগী নারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা মোবাইল ওয়ালেট জমা হবে।
- ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এটিএম বুথ থেকে বা POS মেশিন থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

৬.২ টিসিবি ও অন্যান্য সেবার সমন্বয়

- পরবর্তীতে বিদ্যমান টিসিবি ফ্যামিলি কার্ডসহ অন্যান্য দপ্তরসমূহের নগদ সহায়তা/ভাতা সুবিধাদি সংশ্লিষ্ট ডাটা বেইজ API এর মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (DSR)-এ স্থানান্তরিত হবে।
- ভবিষ্যতে এ ফ্যামিলি কার্ড দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী খাদ্য সহায়তা এবং শিক্ষা উপবৃত্তি ও কৃষি ভর্তুকি ইত্যাদি সহকল সরকারি সহায়তা ধারাবাহিকভাবে এ কার্ডের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে।
- সমন্বয়কৃত কর্মসূচিসমূহের বাজেট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (শিক্ষা/কৃষি/বাণিজ্য) বহন করবে কিন্তু ডাটা যাচাই করবে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচীটির সাচিবিক সহায়তা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পালন করবে।

৭. বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ (বিস্তারিত সংযুক্তি-১)

৭.১ মন্ত্রিসভা কমিটি (Cabinet Committee)

সভাপতি: মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়। **সদস্য সচিব:** সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৭.২ কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (Central Monitoring and Evaluation Committee)

সভাপতি: সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সদস্য: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর প্রধানগণের প্রতিনিধি এবং এনআইডি, বিবিএস ও জন্ম নিবন্ধন অফিসের প্রতিনিধি।
সদস্য সচিব: মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

৭.৩ কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (Technical and Management Committee)

সভাপতি: মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।
সদস্য: সমাজকল্যাণ ও আইসিটি বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট, এনআইডি, বিবিএস, জন্ম নিবন্ধন অফিস ও অর্থ বিভাগের iBAS++ এর প্রতিনিধি।
সদস্য সচিব: পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর

৭.৪ মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ (সংযুক্তি-১)

৭.৪.১ ওয়ার্ড কমিটি (তৃণমূল পর্যায় - তথ্য সংগ্রহ ও প্রাথমিক যাচাই)

- **দায়িত্ব:** আবেদন ফর্ম মোতাবেক অফলাইনে সকল পরিবারের তথ্য সংগ্রহ, পিএমটি ফরম পূরণ এবং এনআইডি যাচাই।

৭.৪.২ ইউনিয়ন/পৌর কমিটি (সুপারভিশন ও তালিকা প্রণয়ন)

- **দায়িত্ব:** ওয়ার্ড কমিটির তথ্য যাচাই, পিএমটি স্কোর অনুযায়ী শর্টলিস্ট তৈরী এবং খসড়া তালিকায় সুপারিশ প্রণয়ন।

৭.৪.৩ উপজেলা/শহর কমিটি (চূড়ান্ত অনুমোদন)

- **গঠন:** ইউএনও/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (আহ্বায়ক), এসিল্যান্ড, কৃষি অফিসার, সমাজসেবা অফিসার (সদস্য সচিব)।
- **দায়িত্ব:** ইউনিয়ন/পৌর কমিটির সুপারিশকৃত তালিকা চূড়ান্ত করা এবং ডাটাবেজ লক করা।

৭.৪.৪ জেলা কমিটি (আপিল ও মনিটরিং)

- **দায়িত্ব:** সার্বিক মনিটরিং এবং অভিযোগ (GRS) নিষ্পত্তি।

৮. বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি (২২ - ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬):
সমাজসেবা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সার্ভারে (MIS) ফ্যামিলি কার্ডের জন্য নতুন মডিউল যুক্ত করা হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মন্ত্রিসভা থেকে নীতিমালা অনুমোদন করা হবে। একই সাথে পাইলট এলাকার কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২. অফলাইনে তথ্য সংগ্রহ (২৬-২ মার্চ ২০২৬):

প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটি অথবা উপজেলা/শহর কমিটি কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত সরকারি কর্মচারীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকল পরিবারের তথ্য অফলাইনে আবেদন ফর্মে তথ্য সংগ্রহ করবে। পরিবার প্রধানের (নারী) এনআইডি, নিজস্ব মোবাইল নম্বর এবং ঘরের ধরন ও সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রাথমিক ডেটাবেজ তৈরি করা হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিবার প্রতি সরকার নির্ধারিত হারে তথ্য সংগ্রহকারীকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৩. অনলাইন ডাটা এন্ট্রি এবং পিএমটি স্কোরিং ও প্রাথমিক বাছাই (০২ - ০৪ মার্চ ২০২৬):
সংগৃহীত তথ্যগুলো উপজেলা সমাজসেবা অফিস বা শহর সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে অনলাইনে এন্ট্রি দেওয়া হবে। প্রতিটি সফল এন্ট্রির জন্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করা হবে। এন্ট্রিকৃত পরিবারের তথ্যসমূহ পিএমটি (PMT) স্কোরিং ইঞ্জিনে যাচাই করা হবে। স্কোর অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় কোয়ান্টাইলভুক্ত (০-৮১৪ স্কোর) দরিদ্র পরিবারগুলোকে আলাদা করা হবে এবং সচ্ছল পরিবারসমূহকে প্রাথমিক পর্যায়ে ভাতা প্রদানের আওতা বর্হিভূত রাখা হবে।

৪. লাইভ ভেরিফিকেশন (০৫ - ০৭ মার্চ ২০২৬):
সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকর্মীরা সরেজমিনে নির্বাচিত পরিবারগুলোর বাড়িতে যাবেন। সেখানে আবেদনকারী নারী এবং তার দেয়া তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করবেন।

৫. চূড়ান্ত অনুমোদন ও স্মার্ট কার্ড প্রস্তুত (০৭ - ০৯ মার্চ ২০২৬):
উপজেলা বা শহর বাস্তবায়ন কমিটি ভেরিফাইড তালিকাটি চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে ডাটাবেজ 'লক' করে দিবে। এরপর দ্রুততম সময়ে কিউআর কোড যুক্ত স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড প্রিন্টিং সম্পন্ন করা হবে এবং সুবিধাভোগীদের মোবাইলে কার্ড সংগ্রহের এসএমএস পাঠানো হবে।

৭. উদ্বোধন ও সরাসরি অর্থ প্রদান (১০ মার্চ ২০২৬):
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কার্যক্রমটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনের সাথে সাথেই জিটুপি (G2P) পদ্ধতিতে প্রতিটি পরিবারের মোবাইল ওয়ালেটে **২,৫০০ টাকার** নগদ সহায়তা পৌঁছে যাবে।

৯. বাস্তবায়ন রোডম্যাপ (২৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ মার্চ ২০২৬)

১. কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি (২২ ফেব্রুয়ারি - ২৬ ফেব্রুয়ারি)
সমাজসেবা অধিদপ্তরের MIS-এ নতুন মডিউল তৈরি ও NID API সংযোগ।
মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিমালা অনুমোদন ও সরকারি গেজেট প্রকাশ।
১৪টি পাইলট ইউনিটের কর্মকর্তাদের ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশন।

↓

২. অফলাইন তথ্য সংগ্রহ - ওয়ার্ড কমিটি (২৬ ফেব্রুয়ারি - ০২ মার্চ)
ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকল পরিবারের তথ্য সংগ্রহ।
কাগজের ফর্মে থেকে পিএমটি (PMT) সূচকসমূহ তৈরী।
এনআইডি এবং জন্ম নিবন্ধনের কপি সংগ্রহ।

↓

৩. প্রাথমিক যাচাই ও পিএমটি স্কোরিং (০২ - ০৪ মার্চ)
সংগৃহীত ডাটা হতে পিএমটি স্কোর (০-৮১৪) অনুযায়ী শর্টলিস্ট।
সচ্ছল বা অযোগ্য পরিবারসমূহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ প্রদান।

↓

৪. সরেজমিনে 'লাইভ ভেরিফিকেশন' (০৫ - ০৭ মার্চ)
সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই।

↓

৫. চূড়ান্ত অনুমোদন ও ডাটাবেজ লক (০৭ - ০৯ মার্চ)
উপজেলা/আঞ্চলিক বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন।
সিস্টেমে ডাটাবেজ 'লক' করে অর্থ বিভাগ (iBAS++) এ তথ্য প্রেরণ।

↓

৬. স্মার্ট কার্ড ও মেসেজ প্রদান (০৯ মার্চ)
কিউআর কোড যুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড প্রিন্টিং।
সুবিধাভোগীদের মোবাইলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান জানিয়ে SMS প্রদান।

↓

৮. গ্র্যান্ড উদ্বোধন ও অর্থ প্রদান (১০ মার্চ ২০২৬)

১০. পাইলট ইউনিটের তালিকা - ১৪টি এলাকা (বিস্তারিত সংযুক্তি-২)

১. ঢাকা, বনানী (কড়াইল বস্তি), ২. ঢাকা, মিরপুর (অলিমিয়ারটেক বস্তি ও বাগানবাড়ী বস্তি), ৩. পাংশা (রাজবাড়ী), ৪. পতেঙ্গা (চট্টগ্রাম), ৫. বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ৬. লামা (বান্দরবান), ৭. খালিশপুর (খুলনা), ৮. চরফ্যাশন (ভোলা), ৯. দিরাই (সুনামগঞ্জ), ১০. ভৈরব (কিশোরগঞ্জ), ১১. বগুড়া সদর, ১১২. লালপুর (নাটোর), ১৩. ঠাকুরগাঁও সদর, ১৪. নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর)।

১১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System - GRS)

ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- **হটলাইন ও ১০৯৮ সেবা:** ফ্যামিলি কার্ডের জন্য শীঘ্রই একটি নতুন নিবেদিত **"হটলাইন"** চালু করা হবে। উক্ত হটলাইনটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান **"চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮"**-এ কল করে ফ্যামিলি কার্ড সংক্রান্ত যেকোনো অনিয়ম বা সমস্যার অভিযোগ প্রদান করা যাবে।
- **অভিযোগ দাখিলের মাধ্যম:** অনলাইন অথবা ম্যানুয়ালি এ দুটির যেকোন একটি মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ সমাজসেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং ৩৩৩ হেল্পলাইন-এর মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এছাড়াও সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসে লিখিত অভিযোগ দেওয়া যাবে।
- **অভিযোগের ধরণ:** যোগ্য পরিবার বাদ পড়া, স্বচ্ছল পরিবারের অন্তর্ভুক্তি, অনিয়ম, দুর্নীতির সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকলে বা অর্থ প্রাপ্তিতে কারিগরি ত্রুটির বিষয়ে প্রতিকার চাওয়া যাবে।
- **নিষ্পত্তি ও সময়সীমা:** প্রতিটি অভিযোগ প্রাপ্তির পরবর্তী **সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের** মধ্যে তা স্থানীয়ভাবে গণশুনানী নিয়ে প্রয়োজনে তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি করা হবে এবং সিদ্ধান্তটি সুবিধাভোগীকে অবহিত করা হবে।
- **আপিল ব্যবস্থা:** উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে জেলা ফ্যামিলি কার্ড আপিল কমিটির (সভাপতি: জেলা প্রশাসক) নিকট আবেদন করা যাবে, যা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সমাধান করা হবে।
- **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা:** তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রতি মাসে অন্তত একবার উপজেলার ইউনিয়ন এবং সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড পর্যায়ে **গণশুনানি বা সামাজিক নিরীক্ষা** অনুষ্ঠিত হবে।

১২. বাজেট (বিস্তারিত সংযুক্তি ৩)

"ফ্যামিলি কার্ড পাইলটিং কর্মসূচি ২০২৬"-এর সফল বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকার একটি পূর্ণাঙ্গ ও কারিগরী মানসম্পন্ন বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই বাজেটের মূল বিশেষত্ব হলো এটি শুধুমাত্র ৪০,০০০ পরিবারকে নগদ সহায়তা (২৫.১৫ কোটি টাকা) প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ৩ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল শুমারি (Census) নিশ্চিত করবে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাতায়াত ভাতার জন্য বরাদ্দের ১২.৬১ শতাংশ এবং উন্নত মানের কিউআর কোড যুক্ত স্মার্ট কার্ড মুদ্রণ ও সরবরাহের জন্য ১৩.৩৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে। এছাড়াও তদারকি কমিটির সম্মানী, কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল ডাটা এন্ট্রি এবং ১০ মার্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই বাজেটটি বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও 'জিরো লিকেজ' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১৩. উপসংহার:

ফ্যামিলি কার্ড পাইলটিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন গাইডলাইন বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এর মূল দর্শন হলো— "ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক"। এই কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণে প্রচলিত অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা দূর করে একটি স্বচ্ছ, বৈজ্ঞানিক ও তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর কাঠামো নিশ্চিত করেছে।

এই কার্যক্রমের অনন্য দিক হলো নারীর ক্ষমতায়ন। পরিবারের মায়ের নামে কার্ড ইস্যু করার মাধ্যমে সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পিএমটি (PMT) স্কোরিং এবং ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (DSR) ব্যবহারের ফলে প্রকৃত অভাবী পরিবারগুলোকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে, যা সামাজিক নিরাপত্তাকে সরকারি দয়ার পরিবর্তে 'নাগরিক অধিকারে' রূপান্তর করবে।

২০২৬ সালের এই পাইলটিং কার্যক্রম মূলত ২০৩০ সালের মধ্যে "চরম দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। সকল সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা একই কার্ডে একীভূত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ের "ইউনিভার্সাল সোস্যাল আইডি" ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে। সরাসরি জিটুপি (G2P) পদ্ধতিতে অর্থ প্রদান এবং লাইভ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে দুর্নীতির সুযোগ চিরতরে বন্ধ হবে।

পরিশেষে, ফ্যামিলি কার্ড কেবল একটি সহায়তা কর্মসূচি নয়; এটি বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির একটি আধুনিক সনদ। রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও বৈষম্যহীন কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করবে, যেখানে "কেউ পিছিয়ে থাকবে না" (Leave No One Behind)।

০২.০৬.২০২৬

ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংযুক্তি-১

ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়ন/উপকারভোগী নির্বাচনে নিম্নরূপে কমিটি বাস্তবায়ন করবে:

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.০০০.৬১১.০৬.০০০২.২৬.৩৩—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নরূপে **'ফ্যামিলি কার্ড প্রদান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'** গঠন করেছে:

১.১। **কমিটির গঠন :**

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব
(৩)	জনাব রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, উপদেষ্টা, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৪)	প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৫)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৬)	জনাব মাহদী আমিন, উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৭)	জনাব মেহান আসিফ আসাদ, উপদেষ্টা, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

(১৩২৫৯)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(৮) মন্ত্রিপরিষদ সচিব	:	সদস্য
(৯) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১০) সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	:	সদস্য
(১১) সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
(১২) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	:	সদস্য
(১৩) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	:	সদস্য
(১৪) সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(১৫) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য।

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১.২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) 'ফ্যামিলি কার্ড' বাস্তবায়নের একটি উপযুক্ত ডিজাইন প্রণয়ন এবং সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি প্রণয়ন;

(২) প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিটিতে ১টি করে উপজেলায় 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) নারীদের জন্য বিদ্যমান অন্য কোনো কর্মসূচিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা;

(৪) সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও National Household Database আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল MIS প্রণয়নের সুপারিশ এবং

(৫) আসন্ন ঈদুল ফিতরের পূর্বে 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ করার লক্ষ্যে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১.৩। কমিটির সভা প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

১.৪। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১.৫। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১.৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৬১১.০৬.০০০১.২৬.৩১ স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ০২-২২৬৬৪১০০১
e-mail: addl_ce@cabinet.gov.bd

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২. কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (Central Monitoring and Evaluation Committee - CMEC)

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ডিজিটাল ডাটাবেজের নির্ভুলতা যাচাই এবং নীতিগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে:

কমিটির গঠন:

১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : সভাপতি
২. প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ : সদস্য
৩. প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব), অর্থ বিভাগ (বাজেট শাখা) : সদস্য
৪. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ : সদস্য
৫. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার বিভাগ : সদস্য
৬. পরিচালক (এনআইডি উইং), নির্বাচন কমিশন সচিবালয় : সদস্য
৭. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) : সদস্য
৮. প্রতিনিধি, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন) : সদস্য
৯. পরিচালক (কারিগরি/আইটি), টিসিবি (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) : সদস্য
১০. যুগ্মসচিব (সমন্বয়/বাজেট), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : সদস্য
১১. পরিচালক (আইসিটি/এমএন্ডই), সমাজসেবা অধিদপ্তর : সদস্য
১২. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর : সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference - ToR):

১. কৌশলগত তদারকি: ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের পাইলটিং এবং পরবর্তী দেশব্যাপী সম্প্রসারণের সার্বিক অগ্রগতি নিয়মিত তদারকি করা।

২. পিএমটি (PMT) স্কোরিং পর্যালোচনা: বৈজ্ঞানিক পিএমটি স্কোরিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্ররা (১ম ও ২য় কোয়ান্টাইল) কার্ড পাচ্ছে কি না এবং কোনো সচ্ছল পরিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা দৈবচয়ন (Random Sampling) ভিত্তিতে যাচাই করা।

৩. ডিজিটাল ডাটা ইন্টিগ্রেশন: এনআইডি, জন্ম নিবন্ধন এবং টিসিবি ডাটাবেজের সাথে ফ্যামিলি কার্ডের ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (DSR)-এর নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা।

৪. জিটুপি (G2P) পেমেন্ট তদারকি: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগের iBAS++ সিস্টেমের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে অর্থ পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং কোনো কারিগরি ত্রুটি দেখা দিলে তা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া।

৫. ডাবল-ডিপিং ও দ্বৈততা রোধ: একই পরিবার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তর থেকে দ্বৈত সুবিধা গ্রহণ করছে কি না, তা ডাটা মাইনিংয়ের মাধ্যমে শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৬. সামাজিক নিরীক্ষা ও গণশুনানি মনিটরিং: তৃণমূল পর্যায়ে প্রতি ৬ মাস অন্তর সামাজিক নিরীক্ষা ও লাইভ ভেরিফিকেশন সভা ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা তদারকি করা।

৭. প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation): ফ্যামিলি কার্ডের ফলে দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মানে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে, তা গবেষণামূলক জরিপ বা থার্ড-পার্টি ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে যাচাই করা।

৮. নীতিনির্ধারণী সুপারিশ: পরিবীক্ষণের অভিজ্ঞতার আলোকে নীতমালার কোনো সংশোধন বা পরিমার্জন প্রয়োজন হলে তা মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট সুপারিশ করা।

৯. অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS): কেন্দ্রীয় অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে আসা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করা এবং প্রতিকার নিশ্চিত করা।

১৫.৮.৩ সভার কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদন:

- কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তত একটি নিয়মিত সভা করবে। তবে ১০ মার্চের পাইলট উদ্বোধনের সময়সীমা পর্যন্ত প্রয়োজনে প্রতি ১৫ দিনে একবার জরুরি সমন্বয় সভা করবে।
- কমিটি তাদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১ম সপ্তাহে 'ফ্যামিলি কার্ড প্রদান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'-এর নিকট পেশ করবে।

৩. জেলা সমন্বয় ও আপিল কমিটি (District Committee)

জেলা পর্যায়ে মনিটরিং এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির চূড়ান্ত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

- **গঠন:**
  - ১. জেলা প্রশাসক (DC) : **সভাপতি**
  - ২. পুলিশ সুপার (SP) : **সদস্য**
  - ৩. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক : **সদস্য**
  - ৪. জেলা প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা : **সদস্য**
  - ৫. জেলা তথ্য অফিসার : **সদস্য**
  - ৬. সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) : **সদস্য**
  - ৭. উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় : **সদস্য সচিব**
- **কমিটির কার্যপরিধি (ToR):**
  - জেলার সার্বিক ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি তদারকি।
  - উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকার দৈবচয়ন ভিত্তিক পুনঃযাচাই।
  - **আপিল কর্তৃপক্ষ:** পিএমটি স্কোরিং বা নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।
  - টিসিবি ডিলারদের পণ্য বিতরণ কার্যক্রম মনিটর করা।

৪. উপজেলা কমিটি

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার — আহবায়ক
২. সহকারী কমিশনার (ভূমি) — সদস্য
৩. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা — সদস্য
৪. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার — সদস্য
৫. উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা — সদস্য
৬. উপজেলা শিক্ষা অফিসার — সদস্য
৭. উপজেলা নির্বাচন অফিসার — সদস্য
৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার — সদস্য
৯. উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা — সদস্য
১০. উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা — সদস্য
১১. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা — সদস্য
১২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

শহর/নগর কমিটি (সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য প্রযোজ্য)

১. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড যার আওতাধীন— আহবায়ক
২. মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা — সদস্য
৩. সিটি কর্পোরেশন সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা — সদস্য
৪. প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর — সদস্য
৫. থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা — সদস্য
৬. থানা নির্বাচন অফিসার — সদস্য
৭. থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা — সদস্য
৮. থানা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা — সদস্য
৯. থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা — সদস্য
১০. প্রতিনিধি, বিআরডিবি — সদস্য
১১. শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

উপজেলা/শহর/নগর কমিটির কর্মপরিধি:

১. উপজেলার ইউনিয়ন/পৌর/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিটির সুপারিশক্রমে সকল ওয়ার্ডের পরিবার/খানার ফ্যামিলি কার্ডের তালিকা চূড়ান্তকরণ;
২. চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী কার্ড প্রদানের প্রশাসনিক সকল কার্যাদি সম্পাদন;
৩. ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবহিতকরণ।

৫. উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি

১. উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা — আহবায়ক
২. সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক — সদস্য
৩. পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক — সদস্য
৪. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা — সদস্য
৫. দফাদার — সদস্য
৬. ইউনিয়ন সমাজকর্মী — সদস্য-সচিব

৬. পৌর কমিটি (পৌরসভার ক্ষেত্রে)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা — আহবায়ক
২. প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর — সদস্য
৩. পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক — সদস্য
৪. পৌর ভূমি সহকারী কর্মকর্তা — সদস্য
৫. প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট থানা — সদস্য
৬. পৌর সমাজকর্মী — সদস্য-সচিব

উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন/পৌরসভার পৌর কমিটির কর্মপরিধি:

১. ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত তালিকার ওপর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;
২. ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্তকরণ, সুপারিশ প্রদান ও উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ;
৩. নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন ও সুপারিশ প্রণয়ন।

৭. ওয়ার্ড কমিটি (উপজেলা ও ইউনিয়নের ক্ষেত্রে)

১. স্বাস্থ্য সহকারী — আহবায়ক
২. পরিবার পরিকল্পনা সহকারী — সদস্য
৩. গ্রাম পুলিশ — সদস্য
৪. আনসার ভিডিপি দলনেতা — সদস্য-সচিব

৮. ওয়ার্ড কমিটি (শহর/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)

১. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা — আহবায়ক
২. বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা — সদস্য
৩. পরিবার পরিকল্পনা সহকারী — সদস্য
৪. শিশু সুরক্ষা সমাজকর্মী — সদস্য
৫. পৌর সমাজকর্মী — সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটির (গ্রাম/শহর) কর্মপরিধি:

১. নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত দরিদ্র/ অসহায় পরিবারকে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্তকরণ;
২. জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তথ্য যাচাইকরণ;
৩. সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে নারী খানা প্রধানের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. আয়, পেশা, সম্পদ ইত্যাদি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনপূর্বক অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
৫. ওয়ার্ড ভিত্তিক নারী প্রধান প্রতিটি থানার তালিকা প্রস্তুত এবং তা উপজেলার ক্ষেত্রে ইউনিয়নে এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে শহর/নগর কমিটির প্রেরণ;
৬. উপকারভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রভাবমুক্ত রাখা;
৭. কার্যবিবরণী সংশোধন ও গণশুনানি আয়োজন;
৮. নিয়মিত মৃত/স্থানান্তরিত পরিবার বাদ দিয়ে তালিকা হালনাগাদ করণ;
৯. নতুন দরিদ্র পরিবার অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করণ;

সকল কমিটি ও কমিটির কর্মপরিধি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্বাহী আদেশে পরিবর্তন, পরিবর্ধন পরিমার্জন করতে পারবে এবং স্ব স্ব কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সংযুক্তি-২

'ফ্যামিলি কার্ড' পাইলটিং এর জন্য নির্বাচিত ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের বিস্তারিত তালিকা

ক্র.	বিভাগ/অঞ্চল	জেলা	উপজেলা/থানা	ইউনিয়ন/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন	ওয়ার্ড নং	এলাকা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড নির্বাচনের যৌক্তিকতা
১.	ঢাকা	ঢাকা	**বনানী (কড়াইল বস্তি, সাততলা বস্তি, ভাষানটেক বস্তি)**	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	**১৯ নং ওয়ার্ড**	**কড়াইল বস্তি, সাততলা বস্তি, ভাষানটেক বস্তি** রাজধানী শহরের সবচেয়ে বড় এবং ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা।
২.	ঢাকা	ঢাকা	**মিরপুর (অলিমিয়ারটেক ও বাগানবাড়ী বস্তি)**	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	**৮ ও ১৪ নং ওয়ার্ড**	**অলিমিয়ারটেক বস্তি ও বাগানবাড়ী বস্তি:** ঢাকা শহরের অন্যতম বড় দুটি বস্তি এলাকা
৩.	ঢাকা	রাজবাড়ী	**পাংশা**	**হাবাসপুর ইউনিয়ন**	**৫ নং ওয়ার্ড**	**পদ্মা তীরবর্তী এলাকা:** নদী ভাঙন প্রবণ এবং এই ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষ দিনমজুর।
৪.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	**পতেঙ্গা**	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	**৪১ নং ওয়ার্ড**	**পতেঙ্গা:** উপকূলীয় এবং শিল্পাঞ্চল এলাকা। এখানে বন্দর ও ইপিজেডের নিম্ন আয়ের শ্রমিক এবং মৎস্যজীবীদের ঘনত্ব বেশি।
৫.	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	**বাহারামপুর**	সদর পৌরসভা	**৮ নং ওয়ার্ড আসাদনগর**	**প্রান্তিক মৎস্যজীবী:** মেঘনা নদীর অববাহিকা এবং চরম দারিদ্র্যপ্রবণ প্রান্তিক জেলেদের বসবাস।
৬.	চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল	বান্দরবান	**লামা**	**ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন**	**২ নং ওয়ার্ড**	**দুর্গম পাহাড়ী এলাকা:** এখানে জুম চাষী এবং অত্যন্ত দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারের ঘনত্ব বেশি।
৭.	খুলনা	খুলনা	**খালিশপুর**	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	**১০ নং ওয়ার্ড**	**বন্ধ শিল্পাঞ্চল:** জুট মিলের সাবেক শ্রমিক এবং বিহারী ক্যাম্পের ছিন্নমূল মানুষের বসবাস।
৮.	বরিশাল	ভোলা	**চরফ্যাশন**	**আসলামপুর ইউনিয়ন**	**৪ নং ওয়ার্ড**	**উপকূলীয় ঝুঁকি:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভূমিহীন মৎস্যজীবী পরিবারের আধিক্য।
৯.	সিলেট	সুনামগঞ্জ	**দিরাই**	**কুলঞ্জ ইউনিয়ন**	**৬ নং ওয়ার্ড**	**গভীর হাওর এলাকা:** যাতায়াত বিচ্ছিন্ন এবং হাওর সুবিধার বাইরে থাকা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের বাস।
১০.	**ময়মনসিংহ**	কিশোরগঞ্জ	**ভৈরব**	**শিমুলকান্দি ইউনিয়ন**	**৮ নং ওয়ার্ড**	**নদী বন্দর এলাকা:** ঘাটের কুলি, বোট শ্রমিক এবং নিম্ন আয়ের ভাসমান মানুষের বসতি।
১১.	রাজশাহী	বগুড়া	**বগুড়া সদর**	**শাখারিয়া ইউনিয়ন**	**৩ নং ওয়ার্ড**	**উপশহর এলাকা:** কৃষি শ্রমিক এবং রেললাইন সংলগ্ন ভাসমান দরিদ্রদের আধিক্য।
১২.	রাজশাহী	নাটোর	**লালপুর**	**ঈশ্বরদী ইউনিয়ন**	**৯ নং ওয়ার্ড**	**চিনিকল এলাকা:** পদ্মা নদী সংলগ্ন এবং ভূমিহীন আখ শ্রমিকদের আধিক্য এই ইউনিয়নে বেশি।
১৩.	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	**ঠাকুরগাঁও সদর**	**রহমানপুর ইউনিয়ন**	**২ নং ওয়ার্ড**	**সীমান্তবর্তী এলাকা:** চরম অভাবী প্রান্তিক কৃষক এবং মৌসুমী কৃষি শ্রমিকদের বসবাস।
১৪.	রংপুর	দিনাজপুর	**নবাবগঞ্জ**	**জয়পুর ইউনিয়ন**	**৬ নং ওয়ার্ড**	**অনগ্রসর জনগোষ্ঠী:** এখানে সাঁওতালসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দরিদ্র পরিবার এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা বেশি।

সংযুক্তি-৩

ফ্যামিলি কার্ড পাইলটিং কর্মসূচির প্রস্তাবিত বাজেট (২০২৬)

নগদ অর্থ সহায়তা ব্যাপ্তি: **মোট পাইলটিং লক্ষ্যমাত্রা: ৪০০০০ পরিবার।**
প্রথম পর্যায়ে (মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত): ১৪টি পাইলট ইউনিট | **লক্ষ্যমাত্রা: ১০০০০ পরিবার** |]
পরবর্তীতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত: ৪০,০০০; ইউনিট সংখ্যা: মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

তথ্য সংগ্রহ: **৩,২০,০০০ পরিবার (জুন ২০২৬ পর্যন্ত);**

ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ: **৩,২০,০০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার) জন;**

উদ্বোধন: **১০ মার্চ ২০২৬**

অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	খাতের নাম	বিস্তারিত বিবরণ	বাজেট (টাকায়)
১	২	৩	৪
৩৭২১১০২	কল্যাণ অনুদান	১ম মাস ১০ হাজার, ২য় মাস ২০ হাজার, ৩য় মাস ৩০ হাজার এবং ৪র্থ মাস ৪০ হাজার পরিবার মোট (১,০০,০০০ ইউনিট × ২,৫০০ টাকা) মাসিক হারে এবং ক্যাশ আউট চার্জ ০.৬% হারসহ মার্চ,২০২৬----------১০০০০ জন (৪মাস ভাতা পাবেন) এপ্রিল, ২০২৬----------১০,০০০ জন (নতুন যুক্ত-৩ মাস) মে, ২০২৬----------১০০০০ জন (নতুন যুক্ত-২ মাস) জুন, ২০২৬----------১০০০০জন (নতুন যুক্ত-১ মাস) মোট----------৪০০০০জন	২৫১৫০০০০০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	ফ্যামিলি কার্ড ইউনিভার্সাল হবে বিধায় Census এর মাধ্যমে প্রতিটি খানায় তথ্য সংগ্রহ করা হবে তাই তথ্য সংগ্রহকারীগণের তথ্য ফরম পূরন ও যাতায়াত বাবদ ৫৬টি ইউনিটে ৩,২০,০০০ পরিবার সার্ভে × ১৫০ টাকা (বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী ১৪ ইউনিটের মোট পরিবার সংখ্যা ৭৮,৩৮৬টি। সে পরিপ্রেক্ষিতে ৪ মাসে মোট ৫৬ ইউনিটে (৮০০০০×৪)=৩,২০,০০০ পরিবার বিবেচনা করা হয়েছে)।	৪৮০০০০০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	প্রতি ইউনিটে ১০ জন সুপারভাইজার **নিয়োগ** (৫৬× ১০=৫৬০ জন) × ৫,০০০ টাকা জনপ্রতি এককালীন (মার্চ মাসে ১৪ ইউনিট, এপ্রিল মাসে নতুন ১৪ ইউনিট, মে মাসে ১৪ ইউনিট, জুন মাসে ১৪ ইউনিট, মোট ৫৬ ইউনিট)	২৮০০০০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	সভার আপ্যায়ন ব্যয়	১৩৫০০০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	অফিসিয়াল সীল, প্যাড ও জরুরি বিবিধ খরচ	১৫০০০০০
		আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি	১৮০০০০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	ফ্যামিলি কার্ড ইউনিভার্সাল সকল পরিবার পাবে বিবেচনায় ৫৬টি ইউনিটে ৩,২০,০০০ সেট তথ্য সংগ্রহ ফরম মুদ্রণ × ৮ টাকা	২৫৬০০০০
		ফ্যামিলি কার্ড ইউনিভার্সাল সকল পরিবার পাবে বিবেচনায় ৫৬টি ইউনিটে ৩,২০,০০০টি কিউআর কোড স্মার্ট কার্ড × ১৫০ টাকা	৪৮০০০০০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৫৬টি ইউনিটে মাইকিং ও স্থানীয় ডিজিটাল প্রচারণা	৮৪০০০০
৩২১১১৩৯	ডাটা এন্ট্রি	জরিপকৃত ৫৬টি ইউনিটে ৩,২০,০০০পরিবার এন্ট্রি × ২৫ টাকা/ফর্ম	৮০০০০০০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	জেলা/উপজেলায় দ্রুত কার্ড পৌঁছানোর বিশেষ খরচ	২৫০০০০
৩২১১১৩৮	এসএমএস সেবা	রেজিস্ট্রেশন ও পেমেন্ট কনফার্মেশন SMS	১০০০০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা, কর্মচারী, তথ্য সংগ্রহকারী ও কমিটির সদস্যগণের প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন	৬০০০০০০

অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	খাতের নাম	বিস্তারিত বিবরণ	বাজেট (টাকায়)
১	২	৩	৪
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	পাইলটিং প্রতিবেদন প্রদানের জন্য	২০০০০০০
৩২৫৮১৪৩	সফট্ওয়্যার ও ড্যাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ	MIS মডিউল চূড়ান্তকরণ ও সার্ভার হোস্টিং	৫০০০০০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০ মার্চ কেন্দ্রীয় ও ১৪ ইউনিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ব্যয়	২৫০০০০০
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	ডকুমেন্টারী তৈরিতে	১৫০০০০০
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ডিভাইজ ক্রয়ের জন্য	১৫০০০০০
		সর্বমোট	৩৮০৭০০০০০

কথায় আটত্রিশ কোটি সাত লক্ষ টাকা মাত্র

ফ্যামিলি কার্ড পাইলটিং কর্মসূচি ২০২৬: বাজেট সারাংশ:

প্রদানকৃত **"ফ্যামিলি কার্ড পাইলটিং কর্মসূচি ২০২৬"** এর বাজেটটি বিশ্লেষণ করে এর একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ এবং খাতভিত্তিক বিভাজনের টেবিল নিচে উপস্থাপন করা হলো।

এই বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সিংহভাগ অর্থ সরাসরি উপকারভোগীদের নগদ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে, যা স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার একটি বড় প্রতিফলন।

ক্রম	ব্যয়ের প্রধান খাত	টাকার পরিমাণ (টাকা)	শতকরা হার (%)
১	**সরাসরি নগদ সহায়তা (কল্যাণ অনুদান)**	২৫,১৫,০০,০০০	৬৬.০৬%
২	**মাঠ পর্যায়ের শুমারি ও তথ্য সংগ্রহ (TA/DA)**	৪,৮০,০০,০০০	১২.৬১%
৩	**স্মার্ট কার্ড মুদ্রণ, ফরম ও সরবরাহ**	৫,০৮,১০,০০০	১৩.৩৫%
৪	**প্রশিক্ষণ, সম্মানী ও প্রশাসনিক ব্যয়**	১,২৭,৫০,০০০	৩.৩৫%
৫	**ডাটা এন্ট্রি ও আইটি লজিস্টিকস**	৮৬,০০,০০০	২.২৬%
৬	**প্রচার, ডকুমেন্টারি ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান**	৯০,৪০,০০০	২.৩৭%
	সর্বমোট বাজেট প্রাক্কলন	**৩৮,০৭,০০,০০০**	**১০০%**

(কথায়: আটত্রিশ কোটি সাত লক্ষ টাকা মাত্র)

বাজেট বিশ্লেষণের মূল দিকসমূহ:

১. **সরাসরি আর্থিক সুরক্ষা (৬৬%):** বাজেটের সিংহভাগ অর্থ সরাসরি ৪০,০০০ অতি-দরিদ্র পরিবারের অ্যাকাউন্টে নগদ সহায়তা হিসেবে পৌঁছে যাবে। এটি একটি স্বচ্ছ জিটুপি (G২P) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে।

২. **ইউনিভার্সাল শুমারি (১২.৬১%):** ৫৬টি ইউনিটের ৩ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪.৮০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি খানার (Household) তথ্য ডাটাবেজে আসবে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।

৩. **স্মার্ট কার্ডের স্থায়িত্ব (১৩.৩৫%):** ৩.২০ লক্ষ পরিবারের জন্য কিউআর কোড যুক্ত উচ্চমানের স্মার্ট কার্ড মুদ্রণে প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটি দীর্ঘমেয়াদী 'সোশ্যাল আইডি' হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৪. **দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ (৩.৩৫%):** ৫৬০ জন সুপারভাইজার, বাস্তবায়ন কমিটির সম্মানী এবং কর্মকর্তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য ১.২৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে, যা ২০ দিনের ক্রাশ প্রোগ্রাম সফল করতে ভূমিকা রাখবে।

৫. **ডিজিটাল ডাটা এন্ট্রি (২.২৬%):** ৩.২০ লক্ষ পরিবারের ডাটা সরাসরি অনলাইনে এন্ট্রির জন্য ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে (প্রতি ফরম ২৫ টাকা হারে), যা ডাটাবেজকে নির্ভুল করবে।

এই বাজেট কাঠামোটি একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা। এটি ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয়ে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি আধুনিক ও মানবিক রূপান্তরের প্রতিফলন।

সংযুক্তি-৪

ফ্যামিলি কার্ড তথ্য সংগ্রহের ফরম (পরিবারের নারী সদস্য)

১. আবেদনকারীর সম্পূর্ণ নাম (বাংলা)* _____

২. আবেদনকারীর সম্পূর্ণ নাম (ইংরেজি)* _____

৩. আবেদনকারীর পরিচিতি (যতগুলো থাকে সবগুলো) -

পরিচিতি ডকুমেন্ট (নিজ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	থাকলে টিক চিহ্ন	পরিচিতি নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	পরিচিতি নাম (যেভাবে দেয়া আছে ঠিক সেভাবেই)	ইস্যু তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
এনআইডি * (১০/১৭ ডিজিট)				
জন্ম নিবন্ধন				
সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক ভাতা				
বয়স্ক ভাতা				
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা				
প্রতিবন্ধী ভাতা				
প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি				
অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ভাতা				
অগ্রসর জনগোষ্ঠী উপবৃত্তি				
মাতৃত্বকালীন ভাতা				
মৎস্যজীবী কার্ড				
(উপরোল্লিখিত ভাতা ব্যতীত অন্য কোন ভাতা পেলে নামসহ নিচে লিখুন)				
স্থানীয় সরকার- দুঃস্থ ভাতাকার্ড(ভিজিএফ/ভিজিডি/অন্যান্য হলে লিখুন)				
রেশন কার্ড (যে কোন প্রকার)				
টিসিবি কার্ড				
মৎস্যজীবী কার্ড				
কৃষি কার্ড				
মুক্তিযোদ্ধা কার্ড (ভাতা)				
অন্যান্য কার্ড (রেজিঃ সমবায় সমিতি)				
পেনশন কার্ড				

৪.জন্ম তারিখ * ------/---------/----------

৫.লিঙ্গ* (১) মহিলা

৬. ছবি (ছবির ফাইলের আকার ২০০ কে বি এর কম হতে হবে; ছবি সফটকপি/হার্ডকপি ফরমেট)* ফাইল আপলোড

৭. স্বাক্ষর/টিপসহি (স্বাক্ষরের ফাইলের আকার ২০০ কে বি এর কম হতে হবে; ছবি সফটকপি/হার্ডকপি ফরমেট)- ফাইল আপলোড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. পিতার নাম (বাংলা, জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী)* _____

৯. পিতার নাম (ইংরেজি, জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী)* _____

১০. পিতার জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (এনআইডি*) _____ (জন্ম নিবন্ধন) _____ (মৃত হলে প্রযোজ্য নয়)

১১. মাতার নাম (বাংলা, জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী)* _____

১২. মাতার নাম (ইংরেজি, জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী)* _____

১৩. মাতার জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (এনআইডি*) _____(জন্ম নিবন্ধন) _____(মৃত হলে প্রযোজ্য নয়)

১৪. স্বামীর নাম (বাংলা, জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী)* _____

১৫. স্বামীর নাম (ইংরেজি, জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী)* _____

১৬. স্বামীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (এনআইডি*) _____(জন্ম নিবন্ধন) _____ (মৃত হলে প্রযোজ্য নয়)

১৭. মোবাইল নম্বর * ---------- (মোবাইল নম্বর উপকারভোগীর হতে হবে)

১৮. বৈবাহিক অবস্থা* (১) বিবাহিত (২) অবিবাহিত (৩) বিধবা (৪) স্বামী নিগৃহীতা

১৯. ধর্ম* (১) ইসলাম (২) হিন্দু (৩) বৌদ্ধ (৪) খ্রিষ্টান (৫) অন্যান্য

২০. জাতীয়তা* (১) বাংলাদেশী

২১. শিক্ষাগত যোগ্যতা* (১) নিরক্ষর (২) জেএসসি (৩) এসএসসি (৪) এইচএসসি (৫) গ্রাজুয়েট (৬) পোস্ট গ্রাজুয়েট (৭) অন্যান্য

২২. পেশা* (১) গৃহিনী শ্রমজীবী (২) দিনমজুর (৩) কৃষিকাজ (৪) ব্যবসা (৫) সরকারি চাকুরি (৬) শিক্ষার্থী (৭) কর্মহীন (৮) শ্রমজীবী (১০) চাকুরি (১১) অন্যান্য

২৩. যোগাযোগের তথ্য:

(ক) স্থায়ী ঠিকানা*

(১) বিভাগ *_____ (২) জেলা * _____

(৩) উপজেলা/জেলা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন *_____ (৪) পোস্ট কোড *_____

(৫) গ্রাম/বাড়ি নং, রোড নং, ব্লক নং, সেকশন * _____

(খ) বর্তমান ঠিকানা*

(১) বিভাগ *_____ (২) জেলা * _____

(৩) উপজেলা/জেলা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন *_____ (৪) পোস্ট কোড *_____

(৫) গ্রাম/বাড়ি নং, রোড নং, ব্লক নং, সেকশন * _____

২৪. স্বাস্থ্যগত/কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্য* (১) কর্মক্ষম (২) সম্পূর্ণ অক্ষম (৩) আংশিক কর্মক্ষম (৪) প্রতিবন্ধী

২৫. পরিবার/খানার সদস্যদের সংখ্যা * (১) ২ সদস্য বা তার কম (২) ৩ বা ৪ সদস্য (৩) ৫ বা ৬ সদস্য (৪) ৭ বা তার বেশি

২৬. শিশু সদস্য সংখ্যা * _____

২৭. পুরুষ সদস্য সংখ্যা * _____

২৮. নারী সদস্য সংখ্যা * _____

২৯. বার্ষিক আয় * _____

৩০. ভুমির মালিকানা * (১) বাস্তুভিটাহীন (২) ১০ শতকের নিচে (৩) ১০-৫০ শতক পর্যন্ত (৪) ৫০ শতক থেকে ১ একর (৫) ০১ একরের উর্ধ্বে

৩১. সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে কোন প্রশিক্ষণ বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছেন * (১) হ্যা (২) না

৩২. ব্যাংক/এমএফএস তথ্য- (যেকোন একটি এবং অবশ্যই আবেদনকারীর এনআইডি নিবন্ধিত)

(১) ব্যাংক হিসাব-

(ক) একাউন্টের মালিকানা * (১) নিজ (২) পরিবারের সদস্য (৩) নিকট আত্মীয় (৪) অন্যান্য

(খ) ব্যাংক একাউন্ট নম্বর * _____ (গ) ব্যাংকের নাম * _____

(ঘ) ব্যাংক শাখার নাম*_____(ঙ) ইমেইল (যদি থাকে)_____ (চ) হিসাবকারীর নাম _____

(২) এমএফএস মোবাইল নম্বর * _____

৩৩. আপনি কি নমিনীর তথ্য প্রদান করতে চান (তথ্য বাধ্যতামূলক নয়) (১) হ্যা (২) না

i. সম্পূর্ণ নাম (বাংলা)* _____

ii. সম্পূর্ণ নাম (ইংরেজি)* _____

iii. জাতীয় পরিচিতি নম্বর (এনআইডি) * _____

iv. জন্ম তারিখ * ------/--------/----------`

v. ঠিকানা VI. নমিনীর সাথে সম্পর্ক

৩৪. খানার প্রধানের বয়স (আবেদনকারী নিজে কিংবা অন্য সদস্য হতে পারে। * (১) ২০-৪০ বছর (২) ৪০-৬০ বছর (৩) ৬০ বছরের বেশী

৩৫. খানা প্রধানের শিক্ষা (সর্বোচ্চ ডিগ্রি সম্পন্ন) *

(১) ক্লাস ১-৫ এর মধ্যে (২) ক্লাস ৬-৯ এর মধ্যে (৩) ক্লাস ১০-১২ এর উপরে (৪) স্নাতক/স্নাতকোত্তর (৫) নিরক্ষর

৩৬. খানা প্রধানের স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষা (সর্বোচ্চ ডিগ্রি সম্পন্ন) *

(১) ক্লাস ১-৫ শ্রেণি পর্যন্ত (২) ক্লাস ৬-৯ শ্রেণি পর্যন্ত (৩) ক্লাস ১০ শ্রেণির বেশী (৪) স্নাতক/স্নাতকোত্তর (৫) নিরক্ষর

৩৭. আপনার খানার কোন সদস্য কি কৃষি অথবা অকৃষি শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত আছেন?*

(১) কৃষি খাতে শ্রম (২) অকৃষি খাতে শ্রম (৩) কোন কাজ করে না

৩৮. আপনার খানার সকল সদস্যের মালিকানাধীন মোট জমির পরিমাণ কত? *

(ক) কৃষি জমি
(১) ১০ শতকের নিচে (২) ১০-৫০ শতক পর্যন্ত (৩) ৫০ শতক থেকে ১ একর (৪) ০১ একরের উর্ধ্বে গত ১ বছরে আপনার খানা
(খ) অকৃষি জমি
(১) ১০ শতকের নিচে (২) ১০-৫০ শতক পর্যন্ত (৩) ৫০ শতক থেকে ১ একর (৪) ০১ একরের উর্ধ্বে গত ১ বছরে আপনার খানা

৩৯. বিদেশে অবস্থানরত কারো নিকট হতে কোন অর্থ গ্রহণ করেছে কি? * (১) হ্যা (২) না

৪০. আপনার প্রধান ঘরের দেয়াল কি দিয়ে তৈরী? * (১) টিন/কাঠের (২) খড়/বাঁশ (৩) মাটির (৪) ইটের

৪১. আপনার খানায় খাবার ঘর কি পৃথক আছে? * (১) হ্যা (২) না

৪২. আপনার খানায় রান্নাঘর কি পৃথক আছে? * (১) হ্যা (২) না

৪৩. আপনার খানায় খাবার পানির উৎস কি? * (১) টিউবওয়েল (২) গণসাপ্লাই লাইন (৩) ঝরনা/নদী/পুকুর (৪) অভ্যন্তরীন সাপ্লাই লাইন

৪৪. খানার সদস্যগণ কি ধরণের পায়খানা/টয়লেট ব্যবহার করে? * (১) স্যানিটারি ল্যাট্রিন (২) পিট/গর্ত (৩) কাঁচা/ঝুলন্ত

৪৫. আপনার খানার মালিকানাধীন নিম্নের পরিসম্পদ গুলোর কোনটি আছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে) * (টিক চিহ্ন দিন)

i. কম্পিউটার/ল্যাপটপ
ii. রেডিও/ক্যাসেট প্লেয়ার/টু-ইন-ওয়ান
iii. গাড়ী
iv. মোটর সাইকেল
v. নৌকা
vi. সাইকেল
vii. বৈদ্যুতিক পাখা
viii. রেফ্রিজারেটর/ওভেন/ওয়াশিং মেশিন
ix. টেলিভিশন
x. ভিসিআর/ভিসিপি/ডিশ সংযোগ
xi. আসবাবপত্র
xii. কার্পেট
xiii. হিটার
xiv. মোবাইল ফোন
xv. ক্যামেরা
xvi. পানির জন্য পাওয়ার পাম্প বা হ্যান্ড পাম্প
xvii. পাওয়ার টিলার

৪৬. আপনার প্রধান ঘরের ছাদ কি দিয়ে তৈরী * (১) টিন/কাঠ (২) বাঁশ/খড় (৩) কংক্রিট

৪৭. কক্ষের সংখ্যা * _____

৪৮. পরিবারের সদস্যের পরিচিতি –

পরিচিতি ডকুমেন্ট	পরিচিতি নম্বর	পরিচিতি নাম (যেভাবে কার্ডে লেখা আছে ঠিক সেভাবে)	পরিবারের সদস্যের সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক	বাৎসরিক আয় (আনুমানিক, টাকায়)	সরকারি চাকুরিজীবী /MPO ভুক্ত শিক্ষক কি-না (টিক চিহ্ন দিন)	সদস্যদের কেউ প্রতিবন্ধী রয়েছে কিনা (টিক চিহ্ন দিন
সদস্য-১ এনআইডি						
সদস্য-১ জন্ম নিবন্ধন						
সদস্য-২ এনআইডি						
সদস্য-২ জন্ম নিবন্ধন						
সদস্য-৩ এনআইডি						
সদস্য-৩ জন্ম নিবন্ধন						
সদস্য-৪ এনআইডি						
সদস্য-৪ জন্ম নিবন্ধন						
সদস্য-৫ এনআইডি						
সদস্য-৫ জন্ম নিবন্ধন						

৪৯. পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্ত সুবিধাদী:

ভাতার ধরণ	ভাতা প্রাপ্ত সদস্যের পরিচিতি নম্বর	পরিচিতি নাম (যেভাবে কার্ডে লেখা আছে ঠিক সেভাবে)	ইস্যু তারিখ
সমাজসেবা ভাতা কার্ড (বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী, ইত্যাদি যে কোন প্রকার) (একের অধিক হলে একাধিক পরিচিতি নম্বর হবে)			
(ভিজিএফ/ভিজিডি)			
রেশন কার্ড (যে কোন প্রকার)			
সার প্রদান কার্ড			
টিসিবি কার্ড			
মুক্তিযোদ্ধা কার্ড (ভাতা)			
উপবৃত্তি কার্ড (শিক্ষা)			
প্রবাসী কল্যান কার্ড			
পেনশন কার্ড			
কৃষি কার্ড			
মৎস্যজীবী কার্ড			

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জরিপকারীর স্বাক্ষর

যাচাইকারীর স্বাক্ষর

অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর